যুগান্তর

তারিখ ...29-SEP-2013...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৩ ...

বিদ্যালয় ভবনে পুলিশ ক্যাম্প ক্লাসে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি

মো. জসিম জনি, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) থেকে

শ্যামনগরে স্কুল ভবন দখল করে চালানো হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প। আর স্কুলের শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে ক্লাস করছে। ৬টি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে মাত্র ৩টি কক্ষ। শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের [illegible] পূর্ব [illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ অবস্থা চলছে গত ২ বছর ধরে। ওই স্কুলের নতুন হিসেবে ভবন তৈরি হলেও সেই ভবনে থাকছে পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। ক্যাম্পের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে ওই ভবনেই। সরেজমিনে দেখা গেছে, শ্যামনগরের [illegible] নদীতে জলদস্যু দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে [illegible] নদীর তীরবর্তী বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের [illegible] বাজারে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ক্যাম্প ইনচার্জ, নায়েকসহ কনস্টেবলদের থাকার জন্য ইউপি চেয়ারম্যান [illegible] ইসলাম [illegible] [illegible] পূর্ব [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে দেন তাদের। ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত কোনো স্থান ও পুলিশ সদস্যদের আবাসিক থাকার ব্যবস্থা না করেই পূর্ব [illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত হিসেবে ভবনটিতে থাকতে দেয়া হয়। স্কুল ভবনেই চলছে ওই পুলিশ ক্যাম্পের কার্যক্রম। পুলিশ সদস্যদের থাকা, রান্না, এমনকি কাপড়চোপড় রেখে শোয়াসহ সব কিছুই চলে ওই ভবনে। নতুন ভবনে ক্লাসের জন্য তৈরি বেঞ্চ টেবিলও পুলিশ সদস্যদের দখলে রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে পুরনো ভবনেই। শিশু শ্রেণীসহ ৬টি ক্লাসের ২০২ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩টি কক্ষ এবং ভাঙাচোরা পুরনো ৪০টি বেঞ্চ রয়েছে। ফলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে ২ বছর আগে। ভবন স্কুলকে বুঝিয়ে দেয়ার আগেই এখানে পুলিশ ক্যাম্প চালানো শুরু হয়েছে। গত ২ বছর যাবৎ নতুন ওই ভবনে পুলিশ সদস্যরা থাকছেন। স্কুলের জন্য বেঞ্চ দেয়া হলেও ওই বেঞ্চ জোড়া দিয়ে পুলিশ সদস্যরা রাতে ঘুমাচ্ছেন। এখানেই রান্না করছেন তারা। বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসে বার বার জানালেও কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি। তাই এভাবেই ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পুরনো ভবনের ৩টি কক্ষে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি।

৬টি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে মাত্র ৩টি কক্ষ

ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই দেলোয়ার হোসেন খান যুগান্তরকে জানান, নদীতে জলদস্যু দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিআইজি, এসপি ও জেলা প্রশাসকের চেষ্টায় এখানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ক্যাম্পের কার্যক্রম চালানোর জন্য ইউপি চেয়ারম্যান বর্তমান স্কুলে পুলিশ সদস্যদের থাকতে দিয়েছেন। আমি ১ মাস আগে এই ক্যাম্পে যোগদান করেছি। এসেই এই স্কুলে ক্যাম্প পেয়েছি। শ্যামনগর থানার ওসি (তদন্ত) গাজী [illegible] রহমান জানান, স্কুলে সাময়িকভাবে ক্যাম্পের সদস্যদের থাকতে দেয়া হয়েছে। ওই এলাকায় স্থায়ীভাবে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। তখন তাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার যতীন্দ্র চন্দ্র শীল জানান, স্কুল থেকে পুলিশ সদস্যদের যেতে বলা হয়েছে। এখনও যায়নি কেন জানি না। তবে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।